‘ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি ব্যাপক ধারণা’

২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে পারলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রে দেশের জনগণের জীবন মানে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তব ভিত্তি গড়তে পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ। দরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। ডিজিটাল বাংলাদেশ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও বাস্তবতা নিয়ে সচিত্র সময়'র সঙ্গে কথা বলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সাবেক সভাপতি, ডেফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান সবুর খান। সাক্ষাতকার নিয়েছেন -হাসান জাকির

প্রশ্ন: ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দটি সাম্প্রতিক সময়ে খুবই আলোচিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আসলে আমরা কি বুঝবো?

উত্তর: বর্তমান সরকারের প্রধান শরিক আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এরপর থেকে এই দুটি শব্দ দেশে জোরেশোরেই আলোচিত হচ্ছে। আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ একটা ব্যাপক ধারণা। শহর থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রত্যেকটির মানুষের কাছে তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রিক সকল সুবিধা পৌঁছে দেয়া, প্রযুক্তিগত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, সরকারের সকল সেক্টরকে ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা অর্থাৎ সরকারের সকল কর্মকান্ড কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবায় পরিণত করা এবং প্রাযুক্তিক পণ্য ও সেবার মাধ্যমে উন্নত বিশ্বে জায়গা করে নিতে পারলেই বাংলাদেশকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে আখ্যা দিতে পারব।

প্রশ্ন: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে আমাদের কর্ম পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: মুখে বললেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়ে যাবে না। এর জন্য দরকার দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা। বর্তমান সরকার একটার রোডম্যাপ তৈরি করেছে। এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সরকার ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। এটা ভাল কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করতে হলে সমন্বয় থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নও জরুরি। দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথমেই একটা ধাক্কা দরকার। আমাদের দেশে গ্রাজুয়েট সম্পন্ন করলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থী কম্পিউটার স্পর্শ করেনি। ইন্টারনেটতো আরো পরের কথা। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরির কাজটিও দীর্ঘ মেয়াদি প্লান নিয়ে করতে হবে।

প্রশ্ন: আপনি দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন। এই পরিকল্পনার বাইরে কোন কোন বিষয়য়ের প্রতি এখনই নজর দিতে হবে?

উত্তর: তথ্যপ্রযুক্তিতে আমরা উন্নত বিশ্ব এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকেও অনেকটা পিছিয়ে আছি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাফল্য কম নয়। তো এখনই যে কাজগুলো করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সরকারকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ঘর থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। সরকারের শতভাগ কর্মকান্ড ডিজিটালাইজড করতে হবে। এটা সম্ভব। এটাই হচ্ছে ই-গভর্নেন্স। একটা উদাহরণ দেই। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডেফোডিল ইউনিভার্সিটি) এখন সকল কর্মকান্ডই কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে চলে। এটা এমনি এমনি হয়নি। আমি এটা বাধ্যতামূলক করেছি। সরকারকেও এ কাজটি করতে হবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরি এবং তা অবশ্যই তথ্য দিয়ে হালনাগাদ করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন টেন্ডার বিজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট ওয়েবে প্রকাশ করতে হবে। এ কাজটিতে এখনও গাফিলতি লক্ষ্য করা যায়। সরকারি অফিস-আদালত কম্পিউটারাইজড হলে সাধারণের আগ্রহ বাড়বে।

প্রশ্ন: আপনি কি সরকার, প্রযুক্তিবিদদের পাশাপাশি আইটি ব্যবসায়ীদের ভূমিকা আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করবেন? এবং এই ত্রিমাত্রিক ভূমিকার সমন্বয় কীভাবে সম্ভব?

উত্তর: হ্যাঁ। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। সরকার একা কিংবা ব্যক্তি একা কখনোই সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে পারবে না। এর জন্য সমন্বয় করাটা খুবই প্রয়োজন। বাংলাদেশে এখন অনেক প্রতিষ্ঠানই আইসিটি নিয়ে কাজ করছে এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভালো অবস্থানে রয়েছে। সরকারের সহযোগিতা পেলে আরো ভাল করা সম্ভব ছিল। কিন্তু বিগত সরকারের সময় আইসিটি বিষয়ক কর্মকান্ড কোথায় যেন আটকে ছিল। প্রত্যাশা করছি বর্তমান সরকার আইটি ব্যবসায়ীদের অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি বোদ্ধাদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ ফল পেতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত কিংবা কেবলমাত্র স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এটা কি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে?

উত্তর: না, আমার তা মনে হয়না। বাংলাদেশের মানুষ অনেক মেধাবী। বর্তমানে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ মোবাইল ব্যবহার করছে। অথচ শিক্ষার কথা বিবেচনা করলে তা হওয়ার কথা

নয়। মোবাইলের ইউজার ইন্টারফেস অনেক সহজ হওয়ায় কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে। ঠিক কম্পিউটার ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে এমনটি করতে পারলে শিক্ষা তেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি পারবে না। এজন্য বেসরকারী ইনভলবমেন্টটা জরুরি। পাশাপাশি কলসেন্টার, টেলিসেন্টার, টেলিমেডিসিন ও টেলিকনফারেন্সের মত সেবাগুলি বর্ধিত কলেবরে শুরু করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: আপনি কলসেন্টারের কথা বললেন। শুরুতে যেভাবে কলসেন্টার নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছি সেই ধারা কিন্তু এখন নেই। এর কারণ কি? আর প্রান্তিক পর্যায়ে ডিজিটালি সেবা পৌছে দিতে টেলিসেন্টার ও টেলিমেডিসিন সেবা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে?

উত্তর: একটা বিষয় বুঝতে হবে যে পার্শ্ববর্তী দেশ সহ সারা বিশ্বে যখন কলসেন্টার বিজনেস প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে তখন আমরা এটা নিয়ে কাজ শুরু করেছি। ফলে কলসেন্টার নিয়ে পরীক্ষিত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাতারাতি সফল হওয়ার চিন্তা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। আমরা এখন কলসেন্টারের জন্য ভারতের মত দেশগুলো থেকে কাজ আনছি। এসব দেশ ফাকতালে মধ্যসত্ত্ব ভোগ করছে। আসলে এরা তাদের সুনামের জোরে কাজ পাচ্ছে কিন্তু সেই অবস্থাটা আমাদের এখনও সৃষ্টি হয়নি। এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। হতাশ হলে চলবে না।

আর টেলিসেন্টারতো এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারবে বলে বিশ্বাস করি। টেলিসেন্টারের মাধ্যমে কৃষক, দিনমজুর থেকে শুরু করে সব পেশাজীবীই ঘরে বসে তার প্রয়োজনীয় তথ্যটি পেয়ে যাবে। এমনকি তা যদি হয় প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে টেলিসেন্টারই অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন: ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স কতটা জরুরি এবং এটা সর্বস্তরে কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়?

উত্তর: ই-গভর্নেন্সের কথা এর আগেই আলোচনা হয়েছে। ই-গভর্নেন্স তো অবশ্যই চালু করতে হবে। ই- কমার্স নীতিমালা তৈরি হলেও তা বড় পরিসরে বাস্তবায়িত হয়নি। তবে মানুষকে এ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করাতে সময় লাগবে। আর ই-গভর্নেন্স শতভাগ বাস্তবায়িত হলে ই-কমার্সও বাস্তবায়িত হবে।

প্রশ্ন: গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি হাইটেক পার্কের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এ পার্কটি বাস্তবায়ন করার কাজটি এখনও শুরু করা যায়নি।

উত্তর: এটা খুবই দুঃখজনক। বিশ্ব যখন তথ্য প্রযুক্তিতে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা তখন পিছিয়ে থাকছি। এই প্রকল্পের বয়স ১২ বছর হতে চললো। অথচ পূর্ণ পরিসরে আলোর মুখ দেখতে পারেনি এটি। এই পার্কটি শুরু স্থাপনের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। যেহেতু বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাচ্ছে তাই আশা করব হাইটেক পার্কটি বাস্তবায়িত হবে। দরকার হলে সরকার একে ইপিজেডের মত প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দিতে পারে। এর সঙ্গে দেশে একাধিক হাইটেক পার্ক তৈরির পরিকল্পনা নিতে হবে। শুধু ভিত্তি প্রস্তর করে রাখলে হবে না; কাজ শুরু করতে হবে। এবং তা স্বল্প সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সহজলভ্য করার বিকল্প নেই। সবার মাঝে এ সুযোগ পৌছে দিতে কম্পিউটার ইন্টারনেটকে সাশ্রয়ী করা যায় কীভাবে?

উত্তর: বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষই আগে তথ্যপ্রযুক্তির নাম শুনলেও তা চোখে দেখেনি। বর্তমান বাংলাদেশের খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পায়। ফলে এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে মোবাইলের মত কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সহজলভ্য করার বিকল্প নেই। কম্পিউটার কেনার জন্য ব্যাংকলোন প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। গাড়ি, বাড়ি এমনকি বিয়ের জন্য ব্যাংকগুলো থেকে লোন দেয়া হয়। অথচ কম্পিউটারের মত নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনার জন্য লোন দেয়া হয়না। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। এছাড়া সাশ্রয়ী মূল্যের কম্পিউটারের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য ইন্টেলের মত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডাকা যেতে পারে। ধরুন ইন্টেলকে বললাম ১০ হাজার টাকা দামের কম্পিউটার আমাদের জন্য বানিয়ে দিতে। অনায়াসে এটা সম্ভব। এরপর ব্যক্তি পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা বিনামূল্যে অথবা খুব কম চার্জের বিনিময়ে প্রদান করতে হবে। ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের বিষয়টিও পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

প্রশ্ন: কম্পিউটার জ্ঞান সম্পন্ন লক্ষ জনবল তৈরিও গুরুত্বপূর্ণ। অথচ শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারে পড়াশোনার আগ্রহ কমে যাচ্ছে।

উত্তর: এটা একটা বড় সমস্যা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্তমানে এমন একটা ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে যে কম্পিউটারে পড়ে স্ট্যান্ডার্ড জব পাওয়া যায় না বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীর একটা ইমেইল আইডি নেই। আর কম্পিউটার আছে মাত্র ২ শতাংশের। এই হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় এমন শিক্ষার্থীদের অবস্থা। এরপর মাধ্যমিক এবং প্রাইমারি লেবেলের অবস্থাতো আরো খারাপ। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য মেধাবীদের উৎসাহিত করতে হবে। কম্পিউটার পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জব মার্কেটেও তাদের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

প্রশ্ন: প্রযুক্তি গবেষণায় বাংলাদেশে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এটা কাটিয়ে ওঠা যায় কীভাবে?

উত্তর: গবেষণার জন্য বাংলাদেশে দুই ধরনের সমস্যা রয়েছে। সাধারণত গবেষণাগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েই হয়ে থাকে। এখানে সরকার কিছু ঠিকই বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দ দিচ্ছে। অথচ প্রযুক্তি নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন গবেষণা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সেক্টরে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দিচ্ছে। এই ফাকে মেধাবীরা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। তারা কিন্তু দেশের বাইরে যেয়েও প্রতিভার সাক্ষর রাখছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো এবং গবেষণা নিয়ে স্বচ্ছ জবাবদিহীতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: সবশেষে জানতে চাইবো আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবতা নিয়ে কতটুকু আশাবাদী?

উত্তর: আমি দারুন আশাবাদী। দিন বদলের স্বপ্ন দেখানো বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা আছে। সরকার যদি প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে যুথবদ্ধ হয়ে কাজ করে তবে অল্প সময়ে এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব। কেননা আইটিতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠানই এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সরকার যদি কাজে লাগাতে পারে তবে আমাদের জন্য স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া অসম্ভব কিছু নয়।